



43496 - তার পঠিরে নীচরে অংশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়; এটা কিতার ববিহরে ক্ষতেরে প্রতবিন্দক?

প্রশ্ন

আমি ২৮ বছর বয়সী একজন যুবক। আমার উপার্জন ও চাকুরী উভয়টি ভাল; আলহামদু লিল্লাহ। তবে গত এক বছর যাবৎ আমি পঠিরে নীচরে অংশে তীব্র ব্যথায় ভুগছি। আমার বাবা-মা আমাকে বয়ি করতে চাচ্ছনে। আমি পরেশোন। আমি কি বয়ি করব; নাকি করব না? এক্ষতেরে সঠিকি পদক্ষপেটা কি? আমি কি বয়িরে ব্যাপারে এগয়ি যাব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনার বমিয়টি একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররে কাছে পশে করা উচিত। যদি এই ব্যথা সন্তান জন্মদানে কথিবা স্ত্রী সহবাসে কোন নতেবিাচক প্রভাব ফলে কথিবা এই ব্যথা নয়িে আপনি চাকুরী করতে বা উপার্জন করতে সক্ষম না হন তাহলে আপনি যাকে বয়ি করতে যাচ্ছনে তাকে বমিয়টি জানানো আবশ্যিক হবে। যদি সে এটি মনে নেয় তাহলে তাকে বয়ি করতে আপনার কোন সমস্যা নই। যদি আপনি সটো পরসিকার না করনে তাহলে আপনি তার সাথে জালয়িতা করলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি জালয়িতা করে আমার দলভুক্ত নয়।” [সহহি মুসলমি (১০২)]

আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি সটো এ মাসয়ালার অগ্রগণ্য অভমিতরে ভিত্তিতে তথা যে সকল ত্রুটির প্রক্ষেতি বয়িরে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় সটো জানানো আবশ্যিক। সেই ত্রুটি গোপন করলে ত্রুটি জানার পর বয়ি ভেঙে দেয়ার এখতয়ির সাব্যস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: “কয়িস হচ্ছে প্রত্যকে এমন ত্রুটি যা স্বামী-স্ত্রীর একজনকে থেকে অপরজনকে দূরে সরয়িে দিয়ে এবং এর কারণে বয়িরে উদ্দেশ্য হাছলি না হয়; যমেন মমত্ব ও হৃদয়তা; এমন ত্রুটি (বয়ি ভাঙার) এখতয়িরকে আবশ্যিক করে।” [যাদুল মাআদ (৫/১৬৬)]

তনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি সাহাবায়ে করোম ও সালফদেরে ফতোয়োগুলো ভবে দেখনে তনি দেখবেনে যে, তারা বয়িে প্রতযাহার করাকে এক ত্রুটির বদলে অন্য ত্রুটির জন্য খাস করনেনি।”

তনি আরও বলেন: যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্রিতোর জন্য পণ্যরে ত্রুটি গোপন করাকে হারাম করে থাকনে এবং যে ব্যক্তি পণ্যরে ত্রুটি জানে করতোর কাছে সেই ত্রুটি গোপন করাকে তার উপরও হারাম করে থাকনে; তাহলে

বয়ি সংক্রান্ত ত্রুটির বিষয়টি কমে হতে পারে? ফাতমো বনিত কইস (রাঃ) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুয়াবিয়া (রাঃ) ও আবুল জাহম (রাঃ) এর ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন তখন তিনি বললেন: “মুয়াবিয়া হলো কপর্দকহীন; তার সম্পদ নাই। আর আবু হাজম তার কাঁধ থেকে লাঠি নিমায় না।” এর থেকে জানা যায় যে, বয়িরে ক্ষতেরে ত্রুটি প্রকাশ করা অধিক যুক্তযুক্ত ও আবশ্যিক। সুতরাং ত্রুটি গোপন করা, ধোঁকা দয়া ও জালিয়াত করার মাধ্যমে কভিবে বয়িরে চুক্তি অনবির্য় হতে পারে? অথচ এই ত্রুটিটিকে বয়িরে কোন পক্ষেরে গলায় একটি অনবির্য় কাঁটা বানানো হয়েছে; অথচ সেই ব্যক্তি এর থেকে তীব্র পলায়নপর। [যাদুল মাআদ থেকে (৫/১৬৮) সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “সঠিক অভিমত হলো: ত্রুটি হচ্ছ— যে কারণে বয়িরে উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। নঃসন্দহে বয়িরে উদ্দেশ্যেরে মধ্যে রয়েছে— উপভোগ করা, সবো পাওয়া ও সন্তান জন্মদান। শেষেকটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। যা কছি এ উদ্দেশ্যগুলোকে ব্যাহত করবে সেটাই ত্রুটি। এর ভিত্তিতে কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বন্ধ্য পান কিংবা স্বামী তার স্ত্রীকে বন্ধ্যা পান তাহলে সেটা ত্রুটি। [আল-শারহুল মুমতী (৫/২৭৪) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।